সংবাদ

তারিখ ... 06 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 7 ......

পিপিআরসি'র সংলাপ

# মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে একগুচ্ছ সুপারিশ

## রোগী ও ডাক্তারদের সুরক্ষায় পৃথক আইন হচ্ছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী ও মানসম্মত করতে একগুচ্ছ সুপারিশ উত্থাপন করেছেন সংশ্লিষ্টরা। সুপারিশ-সমূহের মধ্যে রয়েছে- প্রশ্নপত্র আরও মানসম্পন্ন করা, কোডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ, পরীক্ষার পাস মার্ক ন্যূনতম ৪০ নির্ধারণ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে পাবলিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভর্তি প্রক্রিয়া নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান, ইন্টার্নশিপের নির্দিষ্ট একটি সময় ডাক্তারদের গ্রামে থাকা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মানসম্পন্ন করা এবং মেডিকেল শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা। গতকাল শনিবার 'বাংলাদেশ : কোয়ালিটি চ্যালেঞ্জেস ইন মেডিক্যাল এডুকেশন' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে তারা এসব সুপারিশ করেন। এলজিইডি ভবন অডিটরিয়ামে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও পিপিআরসির সভাপতি হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, বিএমডিসি'র সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ এস এম আহমেদ আমিন, অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব, বিএমএ'র সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল খান ও অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মুজাহেরুল হক; অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবীর তালুকদার। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর চৌধুরী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীর সুরক্ষা, ডাক্তারদের সুরক্ষায় শীঘ্রই আইন করবে সরকার। যে কেউ চাইলেই যাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে না পারেন সেজন্যও নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন আইন প্রণয়ন করা হবে। যত অপ্রিয় হই আমি এই কাজগুলো করব। কারণ হিসেবে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, এমন অনেক কলেজ রয়েছে, যেখানে পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল

সুপারিশ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

## সুপারিশ : যুগোপযোগী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাপোর্ট নেই, শিক্ষক নেই, নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। সবকিছুর পেছনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কাজ করে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছেন শিল্পপতিরা। খোঁজ নিলে দেখা যায়, একজন শিল্পপতি একাধারে গার্মেন্টস, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, পত্রিকা, টিভি চ্যানেলের মালিক। একজন লোক এত প্রতিভাবান কেমনে হন?

আগামী অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা থাকলে স্বাস্থ্য খাতের অনেক দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব। গত কয়েক বছরে অপ্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রপাতি মেডিকেল কলেজগুলোতে আনা হয়েছে। এই অপ্রয়োজনীয় খরচের জন্য কারা দায়ী তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিএমডিসি'র উদ্দেশে তিনি বলেন, যতটা চান তার থেকে বেশি ক্ষমতা বিএমডিসিকে দেয়া হবে। কিন্তু ক্ষমতার অব্যবহার করা যাবে না।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, ডাক্তারদের মধ্যে মমত্ববোধ না থাকলে মেধাবী ডাক্তারও ভালো ডাক্তার হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

ডাক্তাররা গ্রামে না থাকা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামে এখন সব আছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। গ্রামে ভালো স্কুল-কলেজ আছে, বিদ্যুৎ আছে, ডিশ আছে। কাজেই কেন ডাক্তাররা গ্রামে থাকবেন না। যারা ৩ বছর গ্রামে থাকবেন তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা আমি করব। তবে যারা না থাকবেন, তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে। প্রয়োজনে আইন করে ডাক্তারদের গ্রামে থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কঠোর করার পক্ষে মত দিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তির পাস নম্বর আরও বাড়ানো হবে। বেশিসংখ্যক ডাক্তারের চেয়ে ভালো ডাক্তার পাওয়া বেশি জরুরি।

বীমা ও জাকাতের অর্থ ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়ে অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে কিভাবে আমরা সবাইকে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পারব আমাদের সেই বিষয়ে ভাবতে হবে। এই বীমা লোকাল, জেনারেল বা কমিউনিটি ভিত্তিক হতে পারে। জাকাতের অর্থ আমরা কি মাদ্রাসা না স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করব- এটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। পাঁচ বছরের জন্য একটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা এগুতে পারি। ডাক্তারদের দুই বছরের ইন্টার্নির মধ্যে এক বছর গ্রামে থাকা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. এ এস এম আহমেদ আমিন বলেন, মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের মানদণ্ড কী হবে, কিভাবে নির্ধারণ হবে তা নির্ণয় করতে হবে বিশেষজ্ঞদের। আজকের শিক্ষকরা আগামী দিনের শিক্ষককে পড়াচ্ছেন গতকালকের কারিকুলাম দিয়ে। আগামী দিনের ডাক্তারকে আজকের ডাক্তাররা পড়াচ্ছেন গতকালকের কারিকুলাম দিয়ে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় পাস মার্ক ন্যূনতম ৪০ নির্ধারণ করার সুপারিশ করেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব বলেন, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং কাজের ধারাবাহিকতা না থাকলে যুগোপযোগী ও মানসম্মত মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে দায়বদ্ধ আর মেডিকেল শিক্ষার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দায়বদ্ধ। ডাক্তারদের গ্রামে গিয়ে সেবা দেয়ার জন্য কাউন্সিলিং ব্যবস্থা, কোডিং, একাধিক প্রশ্নপত্র, ইন্টার্নশিপের এক বছর গ্রামে থাকা বাধ্যতামূলক করার ওপর জোর দেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান বলেন, দেশে যে সংখ্যক মেডিকেল শিক্ষক আছেন তা দিয়ে চলমান মেডিকেল কলেজগুলোতে সেবা দেয়া সম্ভব নয়। নতুন মেডিকেল কলেজকে মনোনয়ন দেয়ার সময় ন্যূনতম মান যেন বজায় থাকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। মানসম্মত মেডিকেল কলেজ থেকে মানসম্মত শিক্ষা যেমন আসবে তেমনি ভালো ডাক্তারও তৈরি হবে। গ্রামে ডাক্তার রাখা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নতুন ডাক্তারদের নিয়োগের সময় তাদের নিয়োগপত্রে জেলা পর্যায়ে কাজ করতে বাধ্য থাকবে- এমন মুচলেকা নেয়ার সুপারিশ করেন তিনি। ডাক্তারদের সংখ্যার চেয়ে মানসম্মত ডাক্তার থাকা বেশি জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মুজাহেরুল হক বলেন, স্বাস্থ্য সব সময়ই রাজনৈতিক একটি ইস্যু। শিক্ষক স্বল্পতা নিরসন, ডাক্তার ও রোগীর অনুপাত (১:১০) ঠিক রাখা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মেডিকেল ইউনিট কার্যকর করার সুপারিশ করেন তিনি।